শিশু একাডেমী

বঞ্চিত শিশুরা

দেশে শিশুদের বিনোদন ও মানসিক বিকাশের স্থান খুব একটা নেই। ঢাকা শহরে এ সংকট তীব্র। যাও দু'একটি শিশু পার্ক ছিল, তাও দখল হয়ে গেছে। অথচ শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের মাঝেই একটি আধুনিক, উন্নত জাতি গড়ে তোলা সম্ভব। সংস্কৃতি শিশুদের কোমল মনকে দ্রুত প্রসারিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিনোদনের মাঝে বেড়ে ওঠে সহজ, সরল, সতেজতার মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির এই অনিবার্য গুরুত্ব ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী। পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাবি'র কার্জন হলের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত এ একাডেমীটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় রয়েছে একাডেমীর শাখা অফিস। ছয়টি বিভাগের থানা পর্যায়েও শাখা অফিস রয়েছে। এটি বর্তমানে শিশুদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শিশু একাডেমীর প্রধান কর্মকান্ড কেন্দ্রীয় ইউনিট থেকে পরিচালিত হয় যা কেন্দ্রীয় অফিসসহ সব জেলায় অনুসরণ করা হয়। দেশের সব শিশুকে একাডেমীর কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে উপজেলায় শিশুদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে স্থানীয় কমিটি রয়েছে। তবে বাস্তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশুই শিশু একাডেমীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের প্রতি একাডেমীটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৯৪ সালে প্রণীত হয় জাতীয় শিশুনীতি। এ সনদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে একাডেমী অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর বৃহত্তম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হলো জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতির ৬২টি বিষয়ে উপজেলা, জেলা পর্যায় পার হয়ে জাতীয় পর্যায়ে শিশুরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

শীতকালীন পিঠা উৎসব

বাংলাদেশের শিশুদের ঐতিহ্য সচেতন করা ও বিনোদন উদ্যমতাদানের লক্ষ্যে শীত

মৌসুমে উদ্‌যাপিত হয় এ উৎসব। প্রত্যেক শিশু ১০টি করে পিঠা নিয়ে আসে এবং সবাই মিলে এক আনন্দঘন চাঞ্চল্যকর পরিবেশে উপভোগ করে। এ সময় চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

মেয়ে শিশুদের জন্য

দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মেয়ে শিশুদের জন্য পুস্তক প্রকাশনা, আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু একাডেমী এ ক্ষেত্রে কাজ করছে।

সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে ৬-১২ বছরের শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কোর্স রয়েছে। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। প্রতি বছরের জন্য ৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়। কোর্সগুলো হলো সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, নাট্যকলা, আবৃত্তি উচ্চারণ, তবলা, গিটার ইত্যাদি। প্রতি বছরের জুন মাসে এসব কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রশিক্ষণদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৮ সালে শিশু একাডেমীর উদ্যোগে এটি প্রবর্তন করা হয়। দেশ-বিদেশের শিশু চিত্রশিল্পীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

শিশু প্রারম্ভিক বিকাশে ইসিডি প্রকল্প

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বলতে গর্ভকাল থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে মনের বিকাশ ও বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ও আকারে বড় হওয়াকে বোঝায়। শিশুর মস্তিষ্কে থাকে কোটি কোটি কোষ। এসব কোষের সংযোগের ওপর নির্ভর করে শিশুর মানসিক বিকাশ। আর এসব কোষের শতকরা ৮০-৯০ ভাগের সঙ্গে সংযোগ ঘটে পাঁচ বছরের মধ্যে। এই সংযোগের জন্য মস্তিষ্কের কোষকে উদ্দীপ্ত করতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ইউনিসেফ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ইসিডি (আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট) নামক প্রকল্পটি দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করছে।

কেমন চলছে শিশু একাডেমী

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চলছে গতানুগতিক ধারায়। উন্নয়নশীল দরিদ্র এ

দেশটির বেশির ভাগ শিশুই অবহেলিত। শিশু একাডেমী সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে শিশুদের বিনোদন ও মানসিক বিকাশে কাজ করে চলছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, একাডেমীর বিভিন্ন প্রকল্প থেকে টাকা আত্মসাৎসহ দায়িত্ব পালনে অবহেলায় শিশু একাডেমীর কার্যক্রম স্থবির। এছাড়াও রয়েছে নানা অনুষ্ঠানে শিশুদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি। তবে শিশু একাডেমীর একটি সূত্র একাডেমীর পরিচালক ড. বেগম জাহান আরার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পরেই শিশু একাডেমীর কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আতঙ্কে ভুগছেন। তিনি বিগত সরকারমনা হওয়ায় শিশু একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালক হিসেবে সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিশু একাডেমীর পরিচালক ড. বেগম জাহান আরা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন।' আমি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেছি। জাতীয় মহিলা সংস্থায় কাজ করেছি। বর্তমানে শিশু একাডেমীর পরিচালক হিসেবে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছি। আমি বিএনপি কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভালো করেই জানেন। একজন চাকরিজীবী হিসেবে সব সরকারের আমলেই কাজ করেছি বলে কি আমাকে সব রাজনৈতিক দলের লোক বলবেন? যদি কেউ সামনে এসে বলতে পারে, আমি পরিচালক হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছি না, তবে সে খবর আমার ছবিসহ ছাপিয়ে দেন। কিন্তু মিথ্যা সংবাদ ছাপাবেন না। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। সরকারের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলছে। আর যাই হোক, হলুদ সাংবাদিকতা করবেন না। আমি নিজেও একজন সাংবাদিক। আমি সরকার ও শিশু একাডেমীর লক্ষ্য বাস্তবায়নে সততার সঙ্গে কাজ করছি।' যেখানে শিশু একাডেমীর মূল কাজ হবার কথা শিশুদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেয়া। অথচ রাজনৈতিকসহ নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝে চলছে শিশু একাডেমী।

সিনেমা রিভিউ : মরন মিশান

'আহ কি জব্বর... দেখলে লোভ লাগে'

একে তো এনায়েত করিমের ছবি। এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে যিনি স্বনামেই পরিচিত। তার ওপর রয়েছে ময়ূরী, পলি, রাকার মতো তিনজন নায়িকা। তারাও ইতিমধ্যে তাদের যোগ্যতার (!) পরিচয় দিয়েছেন। 'মরণ নিশান' দেখতে তাই দর্শকদের ভিড় ঠেলেই হলে ঢুকতে হলো।

কাহিনী সংক্ষেপে : সৎ পুলিশ অফিসার জিদ্দি (শাকিব)। দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্য জাভেদ চৌধুরীর (মিজু) সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। ঘটনাচক্রে শাকিবের অনেক নাটক করে প্রেম হয় মিজুর মেয়ে সুমীর (ময়ূরী) সঙ্গে। ওদিকে স্কুলের নামকরণ নিয়ে দ্বন্দ্বের জের হিসেবে মিজু খুন করে স্কুলশিক্ষক রশিদ খাঁকে। ছবির শেষ পর্যায়ে জানা যায়, এমপি জাভেদ চৌধুরীই খুন করেছিলো শাকিব খানের বাবা ওসি কালাম চৌধুরীকে। পরবর্তীতে তার মাকেও খুন করে সে। প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সে।

তিন নায়িকা : ছবির নায়িকা তিনজন- ময়ূরী, রাকা, পলি। পুরো ছবিতে তাদের কোনো কাজই ছিল না। বিশেষত, রাকা ও পলি ছিলেন যেন শুধু গানের দৃশ্যগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য। তবে আলোচনা ছিলো পলিকে ঘিরে। এই 'ফায়ার কন্যা' এখন ঢাকাই চলচ্চিত্রের হটকেক। কিন্তু 'মরণ নিশান'-এ দর্শকদের হতাশ করলেন পলি। 'হেই রকম কোন সিন্ পলি করবো না, তা তো হইবার পারে না। মনে লয়, ঐডা কাইট্টা দিছে'- এক দর্শকের প্রতিক্রিয়া ছিলো এমনই। ছবির অন্য নায়িকা ময়ূরী তার স্বভাব মতো চরিত্রেই অভিনয় করেছেন। বিশালাকার শরীর নিয়ে পর্দা দাবড়িয়ে বেড়িয়েছেন। আর প্রেম করেছেন শাকিব খানের সঙ্গে। যেটা মেনে নিতে পারেননি কোনো দর্শক। এ জুটি দেখতে এতোটাই বেমানান যে এক দর্শক বলেই বসলেন, 'ওই ধুমসি ময়ূরী যদি শুটকা শাকিবরে এক আছাড় দেয়, তাইলে তো ওর হাড্ডিগুড্ডি সব গুঁড়া হইয়া যাইবো।' কিন্তু মোটা বুদ্ধির পরিচালকের পরিকল্পনায় ময়ূরী-শাকিব দিব্যি গোটা ছবিতে প্রেম করে গেলেন।

পাঞ্জা সমাচার : ছবিতে নতুন এক ভিলেন দেখা গেলো। তার নাম পাঞ্জা। কুখ্যাত গুন্ডা মিশা সওদাগরের ছোট ভাই। দর্শকদের আনন্দ দেবার কাজটি সে করে গেছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। কিভাবে? মিশার গানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম নেচেছে অর্ধনগ্ন এক একস্ট্রার সঙ্গে। প্রায় পুরো নগ্ন আরেকজন একস্ট্রার সঙ্গে আছে একটি বেড সিন। যেখানে মেয়েটির শরীরে মদ ঢেলে খাওয়ার দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। পাঞ্জার আরো কীর্তি রয়েছে। ছবির একমাত্র ধর্ষণ দৃশ্যের অনিবার্য অভিনেতাও সে। উপরন্তু অন্য একটি দৃশ্যে ময়ূরীর সঙ্গে তার আলাপচারিতা শুনুন। পুরো পর্দা জুড়ে ময়ূরীর শরীরের বিশেষ অংশ দেখানো হলে পাঞ্জা বলে ওঠে, 'আহ্ কি জব্বর....। দেখলে লোভ লাগে।' ময়ূরী এসে দেখে, পাঞ্জা তার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে। পাঞ্জা বলে, 'কেটে পরতে পারি, যদি তুমি আমাকে একটা চুম্মা দাও।' এতোগুলো দৃশ্যের যে জন্মদাতা, তার প্রতি দর্শকের একটা নির্ভরতা তো আসবেই। ময়ূরী, পলি কিংবা রাকা নয়, তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো পাঞ্জা।

এই ছবির নায়িকা ময়ূরী

পুলিশ কাহিনী : ছবিতে পুলিশকে মূলত ভালো চরিত্রেই দেখানো হয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর শাকিব খানের মুখ দিয়ে ডায়লগ বেরিয়েছে, 'পুলিশ ছাড়া কোনো সরকারই চলতে পারে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ভোট কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।' সহী কথা। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র হচ্ছে, যে কোনোরকম ঝামেলায় জনগণ পুলিশকে এড়িয়ে চলে। কারণ পুলিশ তো সমস্যার সমাধান করেই না, বরং তারা নিজেই মূর্তিমান সমস্যা। এদিকে সেন্ট্রি হারুন কিসিঞ্জার ব্যস্ত ছিলো ঝাড়ুদার মেয়েটির সঙ্গে অশ্লীল আলাপচারিতা ও আকার-ইঙ্গিতে। আর মিশা এসে যখন তার ছোট ভাই পাঞ্জাকে হাজত থেকে তালা ভেঙে নিয়ে যায়, তখন অন্যান্য সব পুলিশ অফিসার ভয়ে লেজ গুটিয়ে ছিলো। বাংলাদেশের পুলিশের প্রকৃত চিত্র এখানেই পরিচালক ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এ জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। 'মরণ নিশান'-এ মিজু আহমেদের একটি ডায়লগ ছিলো : মুখে তাম্বু তালা। অর্থাৎ চুপ কর। বাংলা চরিত্রের এ দুর্দিনে আমাদের মুখে তাম্বু লাগিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আরও একটা কিছু করার আছে- অপেক্ষা। চলচ্চিত্রের সুদিন ফেরার অপেক্ষায় রইলাম।

লিপির একক

১৬ অক্টোবর থেকে ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারিতে শুরু হচ্ছে 'OBSTRUCTED IMAGE' শিরোনামের রাবেয়া বেগম লিপির প্রথম একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলবে ২২ অক্টোবর সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এতে স্থান পেয়েছে শিল্পীর জল রঙের মাধ্যমে প্রাচ্য রীতির আঁকা ছবি।

মেহেদীর সিরামিক

১৬ অক্টোবর থেকে চারুকলা ইনস্টিটিউটে শুরু হচ্ছে মেহেদী মাসুদের 'স্টুডিও সিরামিক' শিরোনামের একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে শিল্পী সিরামিক সামগ্রীর মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন ফ্লাওয়ার ভাস। উল্লেখ্য, এই সিরামিক সামগ্রী বিক্রি করা হবে। বিক্রির জন্য মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১ থেকে ৩ হাজার টাকা। প্রদর্শনী চলবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা।

মেহেদীর তৈরি ফ্লাওয়ার ভাস

বেসিক কর্মশালা

সিএএসি-এর ফটোগ্রাফী প্রদর্শনীর একটি ছবি

২০ অক্টোবর থেকে এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভার (সিএএসি) কার্যালয়ে শুরু হচ্ছে 'আলোকচিত্রের অ আ ক খ' শীর্ষক বেসিক কর্মশালা। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, ইনাম আল হক, নাসির আলী মামুন, ইমতিয়াজ আলম বেগ, হাসান সাইফুদ্দিন চন্দন প্রমুখ। কর্মশালায় আলোকচিত্রের কলাকৌশল শেখানোর পাশাপাশি স্লাইড প্রজেক্টর ও ভিডিওর মাধ্যমে দেশী এবং বিদেশী বরেণ্য আলোকচিত্রীদের কাজের ধারা ও নান্দনিক বিষয় আলোচনা করা হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন ১৮ অক্টোবর বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এই ঠিকানায়- এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা, ১৬/এ, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা। ফোন : ০১৮-২৯৬৭৮৭। উল্লেখ্য, ৬ সপ্তাহ মেয়াদি এই কর্মশালার জন্য অংশগ্রহণ ফি ধার্য করা হয়েছে ১৬০০ টাকা।

কোর্সের সূচি : (২০ অক্টোবর) সাধারণ আলোচনা, ফটোগ্রাফির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ছবি কিভাবে হয় তা ব্যাখ্যা প্রভৃতি। (২২ অক্টোবর) ফিল্ম ইমালশন এবং ফটোপেপার, ইমালশন কত প্রকার ও কি কি, ফিল্ম স্পিড প্রভৃতি। (২৪ অক্টোবর) ক্যামেরার মৌলিক গঠন এবং অংশসমূহের কার্যাবলী, ক্যামেরার ফরমেট পভৃতি। (২৬ অক্টোবর) লেন্স, ফোকাস, অ্যাপারচার, ফোকাল লেংথ- নরমাল, ওয়াইড প্রভৃতি। (২৮ অক্টোবর) এক্সপোজার, শার্টার স্পিড ও অ্যাপারচারের মাধ্যমে এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ, আলোর তীব্রতা প্রভৃতি। (১ নবেম্বর) সাধারণ আলোচনা, গত কয়েকদিনের পঠিত বিষয়ের আলোকে ক্যামেরা ও অন্যান্য। (২ নবেম্বর) বেগ আর্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফি (৮৩, ল্যাবরেটরি রোড, এলিফ্যান্ট রোড) ভ্রমণ, রিফ্লেক্টর ব্যবহার প্রভৃতি। (৪ নবেম্বর) (সকাল ১১টায়) ফ্লাশ ফটোগ্রাফি, ফ্লাশের বর্ণনা, অটো, ম্যানুয়াল, টি.টি.এল মুড প্রভৃতি। (৬ নবেম্বর) পাঠশালা (সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফি- পান্থপথ) ভ্রমণ। (৯ নবেম্বর) ডার্করুম ও ডার্করুমের যন্ত্রপাতিসমূহ প্রদর্শন এবং তাদের কার্যকারিতা আলোচনা প্রভৃতি। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ চলবে ১৯ নবেম্বর পর্যন্ত।

একজন সায়মনের জন্য

বয়স তার মাত্র ২২ বছর। অথচ পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে যাবার আশঙ্কায় এখন তার দিন কাটছে। দুটো ড্যামেজ কিডনি নিয়ে উচ্ছল তরুণ শামস আরেফিন সায়মনের এখন শুধুই অন্তহীন অপেক্ষা। মুক্তিযোদ্ধা বাবা মারা যাবার তিন মাসের ভেতরই ২০০০ সালের মার্চ মাসে তার রোগ ধরা পড়ে। এরপর ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতায় তার চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থা কখনই কিডনি প্রতিস্থাপনের উপযোগী ছিলো না। এখন তার শারীরিক অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে। ২৫ লাখ টাকা হলে কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব। কিন্তু এতো টাকা যোগাড় করা সায়মনের মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামী মারা যাবার পর অন্ধের যষ্টি একমাত্র ছেলেকে হারানোর আশঙ্কায় মা পাগল প্রায়। জাহাঙ্গীরনগরে পড়ুয়া একমাত্র ছোট বোনের অবস্থাও সেরকম। ২০০০ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়া দুর্দান্ত ক্রিকেটার এই উচ্ছল তরুণটি কি মাত্র ২৫ লাখ টাকার জন্য অকালে হারিয়ে যাবে? আসিফ, আইয়ুব বাচ্চু, এন্ড্রু কিশোর, শাকিলা জাফরদের মতো শিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন তার সাহায্যার্থে। এগিয়ে আসা প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরও। সায়মনকে যারা আর্থিকভাবে সহায়তা করতে চান, তারা যোগাযোগ করতে পারেন জাতীয় জাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের পরিচালক নজরুল হকের সঙ্গে। এছাড়া সঞ্চয়ী হিসাব নং-১৫৮৫, অগ্রণী ব্যাংক, জাদুঘর শাখায় জমা দিতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা- সেক্টর-৬, রোড নং-১, বাড়ি নং- ১২, উত্তরা, ঢাকা। ফোন : ৯১২৩৩৬০, ৮৯২১৩৬৫

৫০পর্বে

১০ অক্টোবর পালিত হলো চ্যানেল আই'তে প্রচারিত চলচ্চিত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান 'হাউজফুল'-এর ৫০তম পর্ব পূর্তি অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন শাওন আশরাফ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিত্র পরিচালক শহিদুল ইসলাম খোকন, কাজী হায়াৎ, মনতাজুর রহমান আকবর, হাউজফুলের পরিচালক মৃনাল কান্তি দাসসহ অনেকে। সবাই অনুষ্ঠানটির দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

সুবীর নন্দীকে সংবর্ধনা

দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্যাসেট প্রযোজনা সংস্থা সংগীতা ইলেক্ট্রনিক গত ৭ অক্টোবর কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দীকে সংবর্ধিত করে। বাংলাদেশে এই প্রথম কোনো অডিও কোম্পানি কোনো সঙ্গীত শিল্পীকে সংবর্ধনা দিল। শিল্পীকে সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত হয় শিল্পী সুবীর নন্দীর একক অ্যালবাম 'তুমি কেমন আছো'। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মাজহারুল ইসলাম। শিল্পীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সংগীতার কর্ণধার সেলিম খান। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এন্ড্রু কিশোর, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, নিলুফার ইয়াসমিন, ফকির আলমগীর, এসডি রুবেল, মমতাজসহ আরো অনেকে।

কল্লোলের একক

১৬ অক্টোবর থেকে অলিয়ঁস ফ্রঁসেসে শুরু হচ্ছে হাসিবুর রেজা কল্লোলের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় উপস্থাপক হানিফ সংকেত। প্রদর্শনী চলবে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

৫০ পেরুলো রোভিং আই

'রোভিং আই'। খবর, খবরের পেছনের খবর, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত আর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাাৎকার দিয়ে সাজানো এ অনুষ্ঠান। সেন্টার ফর কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক (সিসিএন) প্রযোজনায় নির্মিত রোভিং আই-এর ৫০তম পর্ব কিছুদিন আগে প্রচারিত হয়েছে। ২০০১ সালের মে মাসে 'রোভিং আই' সিসিএন-এর প্রযোজনায় পাকিক্ষ অনুষ্ঠান হিসেবে চ্যানেল আইতে প্রচার শুরু করে। বর্তমানে এটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হিসেবে চ্যানেল আইতে প্রচারিত হচ্ছে। 'রোভিং আই'-এর রিপোর্টে শিশু স্বাস্থ্যসহ সামাজিক সমস্যাবলীকে গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হয়। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে 'রোভিং আই' চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি পর্বে রোভিং আইয়ের প্রতিবেদনগুলোর বাইরে থাকছে সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা এবং দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের সাাৎকার। অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা সংস্থা সিসিএন কিছুদিনের মধ্যে আরও পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুষ্ঠানটি পরিবেশনের ব্যবস্থা করবে বলে জানা যায়। সিসিএন-এর প্রতিবেদকদের মধ্যে মুজিব মাসুদ, জামান রেজা, আহমদ সাব্বির রোমিও, মামুন আব্দুল্লাহ এবং ফাহমিদা হক 'রোভিং আই'-এর জন্য প্রতিবেদন তৈরি করছেন। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন সিসিএন-এর সম্পাদক জিল্লুর রহমান। উল্লেখ্য, সিসিএন নির্মিত অনুষ্ঠান দেশের বিভিন্ন চ্যানেলে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। 'নীতি বিতর্ক' নামে আরও একটি টক শো খুব শীঘ্রই চ্যানেল আইতে প্রচারিত হবে।

প্রশান্ত মজুমদার, রুহুল তাপস
নোমান মোহাম্মদ

অডিও

অন্যসময় : আর্টসেল নামের ব্যান্ড দলটি এর মধ্যে তরুণ মহলে হার্ডরক ব্যান্ড হিসেবে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। ইদানীং আর্টসেল ব্যান্ড দলটি ঢাকার বাইরে প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত। তবে সম্প্রতি জি-সিরিজের ব্যানারে বের হয়েছে 'অন্যসময়' শিরোনামের অ্যালবাম। অ্যালবামটির গানের কথা হলো- অন্যসময়, ভুল জন্ম, পথ চলা, রূপক, মুখোশ, রাহুর গ্রাস, ইতিহাস, সময়, অদৃষ্ট, কৃত্রিম মানুষ, অবশ অনুভূতির দেয়াল, অলস সময়ের পাড়ে। বর্তমানে অ্যালবামটি বেশ আলোচিত হয়েছে ভিন্ন ধারার গানের কারণে।

ভোলা গেলো না : সিপার খানের একক অ্যালবাম 'ভোলা গেলো না'র পরিকল্পনা করেছেন মাহবুবুর রহমান জয়নাল। প্রযোজনা টোনাটুনি। গানের কথা হলো, আজ মরলে কাল দু'দিন, ওই সাজানো বাগান, মধুমতিরে, ভুলতে চেয়েছিলাম, হারানো সেই দিনের কথা-ওই, আমার রঙিলারে, ও শুক পাখিরে, মাধবী, নদীর স্রোতে আমার কথা, এই মেঘ তুমি, মনে বড় আশা ছিল, আমি আবার তোমার হব।

বাংলাদেশ : জি-সিরিজের প্রযোজনায় সম্প্রতি বাজারে এসেছে বাংলাদেশ ব্যান্ডের অ্যালবাম। গানের কথা হলো- এই রাত, মনে পড়ে যায়, তৃষ্ণার জল, এই জ্যোৎস্নায়, বহুদূরের পথ, তোমার আমার, কি লাভ হলো, কি যেন নাম তার, কি এক জীবনে, অতিথি, দিন যায়, সমাধান, মনের ঠিকানা, জানি না। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা ব্যান্ডের সঙ্গে জি-সিরিজের চুক্তি হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে ব্যান্ডটির অ্যালবাম বাজারে আসছে।

প্রথম পর্বের বিজয়ীরা পেয়েছেন ১৪টি পুরস্কার

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০
কুইজ প্রতিযোগিতা
শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব, শেষ পর্ব

মেগা পুরস্কার সব এ পর্বেই

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১" কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পামটপ অর্গানাইজারসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায়